উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া , চট্টগ্রাম

আদেশ নং- ২৬

তারিখ- ০৭/ ০৮/ ২০২৩ ইং

অদ্য একতরফা আদেশের জন্য ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেছেন।

নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

বাদীপক্ষ আরজির ১(ক) নং তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভ্রমাত্বকভাবে রেকর্ড হয়েছে মর্মে ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় ১-৪৭ নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করেন।

১-৪৭ নং বিবাদীর প্রতি সমন সঠিকভাবে জারি করা হলেও তারা অত্র মামলায় হাজির হতে ব্যর্থ হয়। যার প্রেক্ষিতে বিগত ০৮/১১/২০২২ ইং তারিখের ২১ নং আদেশমূলে তাদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা এক-তরফা শুনানীর জন্য ধার্য হয়।

বাদীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানার্থে ০১ জন সাক্ষী **ছেনুয়ারা বেগম কে P.W.-1** হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। বাদীপক্ষ দাবির সমর্থনে নিন্মবর্নিত কাগজাদি দাখিল করেন যথা ঃ

১। আর এস ১৪২ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ১

২। আর এস ১২৪৩/৮৩৬/১৩৭/১৩৬ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-২ সিরিজ

৩। বি এস ৬০০ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ৩

৪। বিগত ১৪/০৭/১৯৩২ ইং তারিখের ১১৯৯ নং কবলার সি.সি প্রদর্শনী-৪

ছেনুয়ারা বেগম P.W.-1 এর গৃহীত জবানবন্দি, নথি ও দাখিলকৃত কাগজাদি (প্রদর্শনী ১-৪) দেখলাম এবং পর্যালোচনা করলাম। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীপক্ষের দাবিমতে নালিশী আর এস ১৪২ নং খতিয়ানের ৪৭৬ দাগের মূল মালিক ছিল কালা মিয়া ও রহিম জান। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী আর এস ১৪২ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-১ হতে প্রতীয়মান হয় উক্ত খতিয়ানের মন্তব্য কলাম দৃষ্টে কালা মিয়া ও রহিম জান এর নামে ৪৭৬ দাগের ৩৭ শতক ভূমি শুদ্ধরুপে রেকর্ড ও প্রচারিত আছে। প্রদর্শনী-৪ হতে দেখা যায় উক্ত কালা মিয়া ও রহিম জানা নালিশী দাগের সমুদয় ভূমি চৌহুদ্দি উল্লেখে ১৪/০৭/১৯৩২ ইং তারিখের ১১৯৯ নং কবলামূলে রকিম উদ্দিনের নিকট হস্তান্তর করেন। বাদীপক্ষের স্বীকৃত মতে উক্ত রকিম উদ্দিন মরনে তার ১ পুত্র ছালেহ আহমদ ও ৪ কন্যা

ছকিনা খাতুন, খতিজা খাতুন, ছমনা খাতুন ও কুলছুমা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বাদীপক্ষ উক্ত ছালেহ আহমদ গং ভোগদখলের সুবিধার্থে আর এস ৪৫৬/৪৬২/৪৫৯/৪৭২/৪৭৪/$\frac{৪৫৭}{১২৪৩}$ দাগের সম্পত্তির বিনিময়ে নালিশী আর এস ৪৭৬ দাগের আন্দরে ১২ শতক ভূমি ছকিনা খাতুন প্রাপ্ত হয় মর্মে দাবি করেছেন। প্রদর্শনী-২ সিরিজ হতে দেখা যায়, অনালিশী উক্ত আর এস ৪৫৬/৪৬২/৪৫৯/৪৭২/৪৭৪/$\frac{৪৫৭}{১২৪৩}$ দাগ সমূহের মধ্যে ৪৫৯/৪৭২/৪৭৪/$\frac{৪৫৭}{১২৪৩}$ দাগাদির ভূমির পূর্বমালিক ছিলেন বাদীগনের পূর্ববর্তী রকিম উদ্দিন, কিন্তু আর এস ৪৫৬/৪৬২ দাগাদির ভূমির মালিক রকিম উদ্দিন নয়। এক্ষেত্রে বাদীপক্ষের দাবি আংশিক অসত্য হলেও যেহেতু অনালিশী ৪৫৯/৪৭২/৪৭৪/$\frac{৪৫৭}{১২৪৩}$ দাগাদির ভূমি বাদীগনের পূর্ববর্তী রকিম উদ্দিন ছিলেন সেহেতু পারিবারিক আপোষ বন্টনে অনালিশী দাগের ভূমির বিনিময়ে নালিশী দাগের ১২ শতক ভূমি রকিম উদ্দিনের কন্যা ছকিনা খাতুন প্রাপ্ত হবার বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। ছকিনা খাতুন মরনে ১ পুত্র মনছপ আলী ও ১ কন্যা ৪৫ নং বিবাদী রংবানু ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বাদীগণ পুত্র মনছফ আলীর পুত্র কন্যা হিসাবে ওয়ারীশ হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় ছকিনা খাতুনের পরবর্তী জের ওয়ারীশ হিসাবে বাদীগণ নালিশী ভূমি মৌরশীসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে স্বত্ববান ও ভোগদখলকার নিয়ত আছেন। সুতরাং নালিশী সম্পত্তিতে বাদীগনের স্বত্ব ও দখল রহিয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে নালিশী আর এস ৪৭৬ দাগের সামিল বি এস দাগ ১১৭৪ দাগ হয়। বাদীপক্ষের দাখিলী বি এস ৬০০ খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-৩ প্রকাশমতে, উক্ত খতিয়নে রকিম উদ্দিন ছাড়াও কালা মিয়া ও আব্দুল জব্বার মালিক ছিলেন। প্রদর্শনী-৪ হতে স্পষ্ঠত প্রতীয়মান হয় নালিশী ৪৭৬ দাগের সমুদয় ৩৭ শতক ভূমি চৌহদ্দি উল্লেখে রেকর্ডীয় মালিকগণ হতে রকিম উদ্দিন খরিদ করেছিলেন। সুতরাং বি এস ৬০০ নং খতিয়ানে ১১৭৪ দাগের সমুদয় ৩৭ শতক ভূমি রকিম উদ্দিনের একক নামে লিপি হওয়া উচিত ছিল। সার্বিক বিবেচনায় ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে নালিশী ভূমি সম্পর্কিত বি এস ৬০০ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বিবাদীপক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ কাজে লাগাতে অবহেলায় করায়, বাদীপক্ষ হতে উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক প্রমাণাদি অলঙ্ঘনীয় প্রকৃতির বলে আমি বিবেচনা করি। এরুপ পরিস্থিতিতে উক্ত অবিসংবাদিত ও অবিকৃত সাক্ষ্যসমূহ গ্রহন করা এবং উক্ত অলঙ্ঘনীয় দালিলিক সাক্ষ্য ও আরজি বর্নিত বক্তব্যের উপর নির্ভর করা ব্যাতিরেকে আদালতের সম্মুখে বিকল্প কোন পথ খোলা নেই।

সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ তাহার আরজি প্রার্থিত মতে প্রতিকার পাবার হকদার বলে আমি মনে করি। সুতরাং অত্র মামলা ডিক্রিযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-৪৭ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় ডিক্রি হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী ১(ক) নং তফসিল বর্ণিত ভূমিতে বাদীগনের উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভূমি সম্পর্কিত বি.এস ৬০০ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যা বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীগনের উপর বাধ্যকর নয়।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম